345

345
MUKUNDADĀS
Pathera gāna.
Bariśāla (Calcutta printed): Mukundadāsa, [1932?].
24 p. 18 cm.
Nationalistic songs.
PP Ben B 42

NATIONAL ARCHIVES

Bengal IV 1931 (G.L.)
PP Ben B42

পথের গান

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—

শ্রীমুকুন্দ দাস

বরিশাল

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

"জয় মা কালী"

"পথের গান"

১

অমল আনন্দে. নাচ বীর ছন্দে,
বলরে কালীমাইকি জয়।
ছেলের ডাকে পাগলিনী, জাগিবেরে কুণ্ডলিনী
কি ভয় কি ভয় কি ভয়॥
হর হর বোম্ বোম্ ওঁ, ওঁ, ওঁ, ওঁ,
অনাহতে আন্‌রে প্রলয়।
অমৃত প্লাবনে, ভাষাও বলদর্পীগণে,
ধরাখানা হউক মধুময়॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

লুপ্ত গরিমা ভবে, মূর্ত্ত করিতে হবে,
অমৃতস্য পুত্রা সমুদয়
কোটী কণ্ঠে যন্ত্রে, ভারতের এই মহামন্ত্রে,
বিঘুষিত কর জগন্ময় ॥
ভারতের সন্তান, ইহাই তোদের শ্রেষ্ঠ দান,
জগতেরে দেরে বরাভয়।
রোমাঞ্চ উঠুক বিশ্বে, মিলে যাক্ গুরুশিষ্যে,
আসুক সত্য হউক সমন্বয় ॥

২

ভারতের ভগ্ন প্রাণগুলি, লগ্ন করে দে মা,
মগ্ন হউক তোর চিণ্ময়ী রূপ ধ্যানে।
গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে, মুক্ত গগন তলে
দাড়াক মিলন প্রার্থী চূর্ণ করি অভিমানে ॥
আমিটা ডুবিয়ে দাও তোমারই আমির মাঝে,
অহমিকা উচ্চ গিরি ধসে যাক্ করুণাস্রোতে।
তোমারি করমক্ষেত্রে তোমারে না পেলে মাগো,
কে গাহিবে জয় গীতি বিশ্ব বীণার তানে ॥
তরুণ ভারতে আজি হতেছে যে অভিনয়,
কে জানে কোথায় হবে এ নাটকের অঙ্ক শেষ—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যবনিকার অন্তরালে জানি না কোন চিত্র আঁকা,
ধ্বংসের ভৈরব গর্জ্জন মূহুর্মূহু শুনি কানে।
তোমারি সৃজিত বিশ্বে তোমারি ত সৃষ্ট ফুল,
তোমারি বিরুদ্ধে আজ বিদ্রোহ ঘোষণা।
ভুল ভেঙ্গে দাও মাগো, আনন্দে নৃত্য করি,
ছুটুক পরাণগঙ্গা মুক্তিসাগর পানে॥

৩

বিনোদিয়া! তুই কি ঐ বাজাস বাঁশী ভোর।
মরমে গেল যে ধ্বনি, প্রাণ হলো ভোর॥
সৃষ্টির পারেতে বসি, বাজাস তোই মোহন বাঁশী।
কত কালের কথা আসি, পশে প্রাণে মোর॥
সেই সৃষ্টির আগের কথা,
যেথা নাই আমি নাই মমতা
মনে আসে সেই বারতা, যার নাই ওর॥
ভাবিতে ভাবিতে তাই বিদেহ যে হয়ে যাই,
সত্য রজর মুখে ছাই, খসে যায় ডোর।
তোর মধুর বাঁশীর তানে কি যে হয় মন মনই জানে,
মন যে থাকে না মনে, ওরে মনচোর।

৺অশ্বিনীকুমার দত্ত

৪

আমার বাঁধন ছাড়া প্রাণ।
হাসি যখন হাসান তিনি, কাঁদি তিনি যখন কাঁদান ॥
যখন তাঁর শুনি বাঁশী পাগল হয়ে ছুটে আসি ॥
দর্শনে তার হই উদাসী ধরতে গেলে দৌড়ে পালান।
চাঁদিনী হয় স্থির গগনে, কত সুধা ছড়ান বনে।
আমি তখন আপন মনে সাজাই বাসর খান ॥
যদি থাকে করমে লেখা, একদিন পাবই দেখা।
বক্ষে ধরে প্রিয়তমে, অধর সুধা করবো পান ॥

৫

বিরাট তুমি মহান তুমি প্রণমি তোমায় আনন্দময়।
অমৃত তুমি, সাশ্বত তুমি চিৎঘন হউক তোমারি জয় ॥
রবি শশী তোমার আদেশে চলে,
সপ্ত সিন্ধু ধোয়ায় পা।
আপনি পবন চামর দোলায় বিভূতি তোমার জগন্ময় ॥
কোটি কোটি সৌরলোক, জানি না তোমার
কোথায় ধাম।
কি নামে ডাকিলে সাড়া দেবে তুমি,
অনন্ত তোমার অনন্ত নাম ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শিখিয়ে দেও না নামটী দয়াল,
জীবনসন্ধ্যায় তোমারে চাই।
নাম সুধা পানে আমারে আমি,
তোমার মাঝেই হারিয়ে যাই।
করুণা পরশে আবার আমার
নয়নে যদি গো সাগর বয়।
অনন্ত বাসনা ধুয়ে মুছে গিয়ে জগৎ হইবে ব্রহ্মময়।

———

৬

আয়রে সকলে ভাই ভাই মিলে,
মায়ের নামে আজ মেতে যাই।
ঘরের ছেলে ঘরে আয়রে তোরা ফিরে,
সবে মিলে মায়ের জয় গাই।
আত্মপর ভাব ভুলে যারে সবে,
কাঁপারে জগত সচ্চিদানন্দ রবে।
ছাড়রে হুঙ্কার খেলুক রে বিজলি,
চলে যাক আঁধার আলোক পাই।
যাদের ডাকে একদিন জগত দিত সাড়া,
মোদের পূর্ব্বপুরুষই তো তারা।
উঠে পরে লাগ, নূতন দিতে হ'বে
জগতে এখন নূতনই চাই।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভয় আছে কিরে যদিও ছোট হই
মায়ের নামের ডঙ্কায় হ'য়ে যাব জয়ী।
সমগ্র জগত হবে গলাগলি,
কহিছে মুকুন্দ দেখিবে তাই ॥

৭

সোণার ঘরে জ্বালিয়ে আগুন
ভাবছিস বেটী থাক্‌বি সুখে,
মরণকে আজ করলি বরণ
জীবন ভরে কাঁদবি দুঃখে ॥
যাঁদের লাগি পাগল পারা,
ছেলেটাই তোর লক্ষ্মীছাড়া,
মেয়েটা ঘোর বিলাসিনী,
একদিন কালী দিবে মুখে ॥
ঘরের লক্ষ্মী আজ ঠেল্‌লী পায়,
লুটবী আবার তারি পায়,
সময় থাকৃতে হতভাগী,
ধরগে তারে জড়িয়ে বুকে ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভাঙ্গা সহজ গড়া কঠিন,
গড়লেই মোদের আস্‌বে সুদিন,
নিবিয়ে দেলো ঘরের আগুন,
জ্বালিস্ না আর ফুঁকে ফুঁকে ॥

৮

জাগো কুলকুণ্ডলিনী মা,
জাগিয়ে তোল মা জাগিয়ে তোল ;
নিদ্রিত তব সন্তানগণ ।
কত কাল রবি ঘুমেতে বিভোর
অমানিশা রাত্তি হবে নাকি ভোর,
চমকে চপলা ভয়ে ভীত সবে,
দোর খুলে দে মা দোর খোল ॥
হা হা হা হা হি হি হাস অট্টহাসি,
দূরে সরে যাক্ কলুষরাশি,
বিজয় নিশান টানি লয়ে করে,
কোটী কণ্ঠে আজ উঠুক রোল,
সন্তান পাউক মায়েরই কোল ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

৯

ভবনদীর পারে তোরা কে কে যাবি আয় না।
বড় দয়ার আঁধার সে কর্ণধার পারের কড়ি চায় না।
(আয়, কে পারে যাবি রে)
বিনা মূলে নিয়ে যাবে কূলে,
এমন সুযোগ আর হয় না।
ঐ যে ডাক্‌ছে নেয়ে আয় না ধেয়ে
পারে যেতে কেউ আর চায় না ॥
(আয় কে পারে যাবি রে)
বড় দয়াল মাঝি ডাক্‌ছে,
আয় রে আয় ছুটে আয়,
ভব পারে যাবি কে ॥
ভাবনায় আকুল ক্ষুধাতে ব্যাকুল,
সুধা তুলে কেউ আর খায় না,
মনের আগুন নিভাতে, সন্ধ্যা প্রভাতে
হরিগুণ কেউ আর গায় না।
হেলা ক'রে গেল বেলা,
কেউ তো ফিরে চায় না ॥
(এই ভবের মাঝে)

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

১০

আয় সবে মিলি মাতরম্ বলি,
কর্ম্মের জীবনে ব্রতী হই আজ।
ছেড়ে কুটিলতা মান অহঙ্কার,
সাধিতে হইবে দেশের-ই কাজ।
হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া,
স্বদেশের মান অটল রাখিলে,
পূজনীয় হ'বে জগত মাঝারে,
ভারত ধরিবে নূতন সাজ।
স্বদেশের লাগি দেখ্ রে চাহিয়া,
জাপান কিনা আজ অসাধ্য সাধিল,
তবে কেন মোরা নিশ্চেষ্ট রহিব,
সাধিতে আপন দেশেরই কাজ।
স্বদেশ কল্যাণ এই মূল মন্ত্র,
আজ ভারত মাঝারে ঘোষণা করো,
স্বদেশের হিত করিলে সাধন,
বিদেশীরা সব পাইবে লাজ।

———

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

১১

হা হা হা হি হি হি, ছুনিয়াটাই গোল,
যার আছে তার গোল, যার নাই তার গোল
টাকাটাই গোল ॥
ঠাকুরের বিশ্ব-যাতায় কেউ থাকে না,
সব পিশে যায়,
আছে যার কপাল ভালো,
সেই লেগে যায় মৃশলের গায়,
বাজবে কেবল সে আর সকলের,
ভাঙ্গবে মাথার খোল ॥
সবই তাঁর বন্ধ কাড়ার চিড়িয়াখানার পাখী ॥
কে জানে লো কখন কারে,
নিবেন তিনি ডাকি,
কার বাজবে বিয়ের ঢোল,
যমপুরীতে বাজবে বিয়ের ঢোল ॥

১২

শ্রীগুরু ভবসাগরের জলে,
বসে আছে জাল ফেলে ॥
কত রুহিত কাতল বোয়াল চিতল।
বেজে ছেলো সে জালে ॥

সাগরের নাই এপার ওপার।
সাগর জোড়া জালখানা তার'
যো নাই ল এড়াবার।
তোর পুঁটীর জীবন (ও অভাগী)
আর কত দিন বাঁচ্‌বি ডুরি টান দিলে।
অনন্তের কে পায় অন্ত,
তাঁর চোখ, মুখ, কান, সব অনন্ত।
ওলো হাত অনন্ত তার
তোর খাট্‌বে না কোন জোর জারী
(ওলো ও অভাগী)
সে বড়ই হুসিয়ার জেলে॥

১৩

জগত জুড়ে উদাস সুরে,
কোন পাগল আজ গায় রে গান।
বিশ্ববাসীর মরণ সিন্ধু
উঠলো ক্ষেপে ডাক্‌লো বান॥
প্রলয়ের নাচন তালে, ধংসলীলার কারখানায়,
নূতন সৃষ্টি গড়বে বুঝি বলদপির টুটবে মান,
জগত পাইবে নূতন প্রাণ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আপনার মাকে মা বলিতে ভয়।
বিশ্বপ্রেমের সপ্নে ভোর
ওরে মূর্খ ভণ্ড কপাট্টা, কি করে হইবে মুক্তি তোর ॥
আপনারে লয়ে আর চলিবে না,
বিশ্বমায়ের বিরাট ঘর
সকলেই তোরা সকলের তরে,
করিবি যে দিন আত্মদান,
দেবতার আসন টলিবে সে দিন,
তোরাও হইবি ভাগ্যবান ॥

১৮

বেশ বলেছিস্ বেশ বলেছিস্,
এই তো আমি শুনতে চাই।
বীরাঙ্গনার মেয়ে তোরা, বীরাঙ্গনাই দেখ্‌তে চাই ॥
মাকে ডেকে আন্‌লো তোরা,
মা ভিন্ন আর গতি নাই।
নাচুক বেটী কালের বুকে,
তাথৈ তাথৈ ধিন ধিন তাই ॥

জমাট বেঁধে উঠুক তোদের,

মাতৃজাতির শক্তি ভাই

ভূত প্রেত ঐ দানা দৈত্য সবার মুখে পড়ুক ছাই

বিদ্রোহ আজ কর ঘোষণা,

মেয়ে পুরুষে হউক লড়াই।

দেখে তোদের ভীমা মূর্ত্তী,

আমি আমার বুক জুড়াই॥

১৫

আমি এক ধর্ম্ম অনুরাগী,

বাবা আমার গুষ্টি পোষেন,

আমি সর্ব্বত্যাগী॥

উপার্জ্জনে অষ্টরম্ভা, কথা বলি, লম্বা লম্বা

বাবায় ডাকি 'ওল্ড ফুল' বলে,

মা বেটী অভাগী।

গিন্নির খেংড়া খেয়ে খেয়ে হয়েছি বিরাগী।

(তাই) একেবারে কাবু হয়ে

গেছি দেশের সেবায় লাগি॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শুনলে হরিনামাবলি,
অমনি আমি কেঁদে ফেলি
কীর্ত্তনেতে লাফাই আমি সারা রাত্রি জাগি ॥
লোকে বলে আঃ কি ভক্ত আঃ কি অনুরাগী।
আমি কিন্তু যা করি ভাই,
সবই আমার নামের লাগি ॥
শুনলে তো আমার পরিচয়,
দেশে আমার জাতিই প্রায় সমুদয়,
অধিকাংশই আমার মত কপট অনুরাগী ॥
সাধে কি আর এ মুকুন্দ হয়েছে বিরাগী,
দেশ্‌টা খুঁজে পেলনা সে,
তার দুঃখের একটা ভাগী।

১৬

আমি চাই এমন মানুষ,
আমি চাই এমন প্রাণ,
চক্ষে যাহার স্নেহের খনি
বক্ষে যাহার আকাশখান ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বাক্যে যাহার অগ্নি ছোটে
চল্‌তে টলে পৃথিবী খান।
হুঙ্কারে যার রবি শশী গ্রহ তারা কম্পমান॥
বিশ্ব প্রেমে প্রেমিক হবে,
তুল্য মান আর অপমান,
সকল গেছে সমান হয়ে, হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান॥
আছে কিরে এমন মানুষ,
পাবো কিরে এমন প্রাণ,
মিল্‌বে কি তার চরণ দুটী,
আমি হব ভাগ্যবান॥

১৭

ছল চাতুরী কপটতা, মেকি মাল আর চল্‌বি কদিন,
হাড়ি-মুচির চোখ্ খুলেছে, দেশের কি আর
আছে সে দিন।
খেতাব ধারী হোম্‌রা চোম্‌রাই
নেতা বলে মানতে হবে
মনুষ্যত্ব থাক্ কি না থাক্
তার হুকুমেই চল্‌তে হবে॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সত্যকে পায় দল্‌বি তোরা,
আয়ন চাইবি বিশ্ব জোড়া,
হবে না তা নবীন যুগে।
হোস্‌ না তোরা যতই প্রবীণ ॥
সংবাদপত্রের উচ্চ স্তম্ভেই,
নাম ছাপিয়ে টেকা নিবি,
মুস্কিল আসান করতে হলেই,
কংগ্রেসের দোহাই দিবি
ভণ্ডামি আর করবি কত,
হলি না কেউ কাজে রত
মনে রাখিস্‌ স্বদেশ ব্রত,
কর্ম্মী হবে কর্ম্মেতে লীন ॥
বক্তারাই দেশ জাগাত,
সবাই তাদের বল্‌ তো চারণ
আপ্‌না বেচে মালসী পড়ায়,
যোগান তারা ভোটের দাদন।
তোদের পতন এতই গভীর
ভাব্‌লে ও তা ক'রে স্থবির
দেশ হাসালি রূপ দেখালি
প্রতিভাকে করলি মলিন ॥
দেশের কাছে পড়লি ধরা,

আর দাঁড়াবার শক্তি নাই
আমরা ভাই বাউল চারণ
মুক্তি মন্ত্রই ছড়িয়ে বেড়াই,
গাড়ো সাওতাল বাগ্‌দী মেথর
নেতা রয়েছে ওদের ভেতর
মাতৃমন্ত্রের সাধক তারা
তারাই কাজ কর্‌বে একদিন ॥
পল্লী মায়ের শ্মশান বুকে।
তারা এখন বস্‌ছে ধ্যানে,
কুণ্ডলিনী জাগ্‌বে যেদিন
তাদেরি অজপার টানে,
ভারতে ভাগ্যরবি,
ধরবে সেদিন নূতন ছবি
জগতের অমানিশায়,
পূর্ণচন্দ্র উঠ্‌বে সে দিন ॥

১৮

"পথ"

রাগিনী খাম্বাজ তাল—মধ্যমান।

হরে কৃষ্ণ হরে হরে,
বলরে একবার,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মানব জনম দুর্ল ভ জনম
জনম হবে নারে আর ॥
হরে কৃষ্ণ হরি নামে,
পঞ্চানন ফিরে শ্মশানে,
গায় সদা পঞ্চাননে
হরি নাম অনিবার ॥
নারদ ঋষি দিবা নিশি,
ভেবেরে সে কাল শশী,
হয়েছে রে উদাসী।
নামের মহিমা অপার ॥
এসে রে মন এই ভবে,
ভুলেছ মন সে কেশবে,
যে কেশবে ভেবে সবে,
হয় রে ভব পার ॥
বলে মুকুন্দ বিনয় করি
সদা বল মন হরি হরি।
তরবি যদি ভব বারি,
হরি নাম কর সার ॥

———

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

১৯

রাগিনী ঝিঁঝিট তাল—একতালা।

কৃষ্ণ বলে প্রাণ কাঁদেরে যার,
থাকে কি জাতি কুল রে তার ॥
যে জনার মন সদা কৃষ্ণ পায়,
সে কেঁদে যে প্রেমানন্দ পায়।
প্রেমানন্দ সেই কেবল পায়
গুরু কৃষ্ণ এক হয়েছে যার ॥
কৃষ্ণ প্রেমার কি মধুর স্বভাব,
হাসায় কাঁদায় আমরি প্রভাব,
প্রেমিকের হলে সে প্রেমার অভাব।
জীয়ন মরণ তুল্য হয় রে তার ॥
বলেন গোসাঞি রামানন্দে,
কাঁদার মত দেখনা রে কেঁদে।
(সদা) দেখবি এরূপ থাকবি আনন্দে,
বল মুকুন্দ কৃষ্ণ অনিবার ॥
(তোর) শ্রবণে দিয়েছি যে ধনে
সে যতনের ধন রেখো গোপনে।
সদা কৃষ্ণ বল রে বদনে,
দেখি প্রেমানন্দ হয় কিনা তোমার।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

২০

রাগিনী ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার কৃষ্ণরসে রসিক যে জনা
দিতে নাই তার তুলনা॥
কৃষ্ণ রসে যে জন মাখা
সে পায় সদা রূপের দেখা,
আছে সে রূপে তার অঙ্গ ঢাকা,
তার আনন্দ হৃদে ধরেনা॥
ভেবে সে নয়ন বাঁকা,
তাঁর নয়ন হয়েছে বাঁকা।
বাঁকা নয়ন প্রেমে মাখা
এমনি নয়ন ছাপা থাকে না॥
(তার) ভাবনায় সে ভাবনার মূর্ত্তি,
সদা হয় তার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি
দেখলে সে আনন্দ মূর্ত্তি
নিরানন্দ দেহে থাকে না॥
বল্লেন গোসাঞি রামানন্দ,
তোরে কত বলব মুকুন্দ,
তোর হ'ল না রসিকে সম্বন্ধ
রসিক নৈলে রসিক চিনে না॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

২১

রাগিনী ঝিঁঝিট তাল—একতালা "পদ"

আর কি চিনার সে দিন ঘটে.
যখন কুব্জা বসেছে খাটে ॥
ব্রজে ছিলে তুমি নন্দের গো'পালক.
এখানেতে তুমি মথুরা পালক.
গো'পালক যদি হয় ভূ'পালক
তখন তার চিনা কি যে সে ঘটে ॥
রাই রাজা যখন ছিল ব্রজপুরে,
(তখন) তুমি কোটাল ছিলে সে যে দ্বারে.
আমি কাঙ্গালিনী ছিলেম সে দরবারে।
তখন চিনা চিনি ছিল বটে ॥
এখন আমি কাঙ্গালিনী তুমি মহারাজ
এত চিনা চিনির আছে কিবা কাজ,
যদি মোদের চিনার ধন থাকে ব্রজ মাঝে
তবে এমন চিনা কতই ঘটে ॥
তুমি চিন কিনা আমি চিনি চিনি.
শ্রীনন্দ গোপাল তুমি গুণমনি ;
মুকুন্দের একদিন হবেই চিনা চিনি
কৃষ্ণ তুমিই যখন সকল ঘটে ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

২২

রাগিনী মনোহর সাই তাল—ঝুলন।

পিরীতি স্বরূপ কেনরে এরূপ
থেকে থেকে জাগে মনে।
পাসরি পাসরি পাসরিতে নারি
কি আচরি বল এখনে॥
যে দিনেতে সখি পেয়েছে গো আঁখি
সে কমলাখি উপরে।
সে অবধি সখি, মোর প্রাণ পাখী
উড়েছে তাঁহারি তরে॥
একি অপ্রতুল গেল জাতি কুল
গুরুজন জ্বালা ঘরে।
সদাই ব্যাকুল কবে পাব কূল
শ্যাম কলঙ্ক সাগরে॥
এহেন পিরীতি কৈছন রীতি
হাম্ সখি না বুঝিনু।
অমিয়া ভাবিয়া গরল খাইয়া
পাগলি হইয়ে গেনু।
কাঁদিলে কি হবে, সে নাহি ছাড়িবে
বেঁধেছে গো ভাল মতে।
গেল না বন্ধন হ'ল না বন্ধন
দাস মুকুন্দের সাথে॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

২৩

বাউল তাল—ঝুলন

ক্ষেপা ক্ষেপ্‌লি কিরে মন,
ক্ষেপিলে ক্ষেপ্‌রে ক্ষেপা,
ক্ষেপ্‌নারে সে ক্ষেপার মতন।
গোরা ক্ষেপায় হাটে যেতে
যে ছয় ক্ষেপা আছে পথে।
মন মিশে সে ক্ষেপার সাথে
ঘুরচ দিশে হারার মতন॥
পড়্‌চ ক্ষেপা ক্ষেপার হাতে,
না পারলে এ হাত এড়াতে।
কেউ পারে কিসে হাটে যেতে,
না হলে সে ক্ষেপার যতন।
যাবি যদি সোজা পথে
চলরে ক্ষেপা ক্ষেপীর পথে
খেতে পাথেয় মিলিবে পথে
মনানন্দে করবি গমন।
কয় মুকুন্দ গোসাঞির মতে
সে ক্ষেপা ক্ষেপীর স্মরণ নিতে।
(যদি) চাওরে প্রেমের মূল দেখিতে,
সে ক্ষেপী কুণ্ডলিনীর মাঝে রতন॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

২৪

রাগিনী মনোহর সাঁই তাল—ঝুলন "পদ"

আমরি সজনি, শুনি একি ধ্বনি,
বিজন কানন মাঝে।
শুনিয়ে এ ধ্বনি, সদাই ধ্যায়ানী
সে ধ্বনি হৃদয় মাঝে॥
জান কিরে ধনী করে কে এ ধ্বনি
ধ্বনি কি পরসমনি।
যে শ্রবনে ধনী পরশিছে ধ্বনি,
সে ধনী হয়েছে ধনী॥
ধ্বনী শুনে ধনী মাতিল পরাণী,
ধ্বনী কি মোহিনী জানে॥
যে ধনী এ ধ্বনী সৃজেছে গো ধনী,
বলি হারি সেই জনে॥
দেখ না ভাবিয়ে, এ ধ্বনি শুনিয়ে
কুল মান রহে কৈছে।
কালী দিনু কুলে, যা থাকে কপালে
(রহু) ধরম করম যৈছে।
মুরলীর ধ্বনী, শুনিয়ে সে ধ্বনি
পড়েছে কালিয়া ফাঁদে।
করমে কি জানি, না শুনে সে ধ্বনি
মুকুন্দ সদাই কাঁদে॥

সমাপ্ত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA